কুয়েটের সেই শিক্ষককে প্রভোস্ট থেকে অব্যাহতি

খুলনা অফিস

সংগৃহীত ছবি

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) রোকেয়া হলের (ছাত্রী হল) ব্যাংক হিসাব থেকে উঠানো টাকা পারিবারিক কাজে লাগানো সেই হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল আলমকে অবশেষে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই বছরের জন্য নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোসা. নাজমা সুলতানা।

পড়ুন

একজন মা হিসেবে গাজায় শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না : ম্যাডোনা

কুয়েটের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান ভুঞা স্বাক্ষরিত মঙ্গলবারের (১২ আগস্ট) এক অফিস আদেশে এ তথ্য

জানা গেছে।

নতুন দায়িত্ব পাওয়া প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোসা. নাজমা সুলতানাও উক্ত অফিস আদেশের কথা স্বীকার করেছেন।

তবে অব্যাহতি দেওয়া হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সকালে উপাচার্য (ভিসি) আমাকে ডেকে নিয়ে হলের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে পারিবারিক কাজে লাগানোর ব্যাখ্যা চেয়ে লিখিত দিতে বলেছেন। আমি লিখিত দিয়েছি। ভিসি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

,

ুন

হেক্সো ব্লেড দিয়ে ৮ টুকরা করা হয় অলির লাশ

এদিকে, কুয়েটের রেজিস্ট্রারের দেওয়া অফিস আদেশে সহযোগী অধ্যাপক ড. মোসা. নাজমা সুলতানাকে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট হিসেবে তিন শর্তে নিয়োগ দেওয়া হয়।

শর্তগুলো হচ্ছে, দায়িত্বের মেয়াদ হবে দুই বছর, উক্ত পদে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তিনি নিয়ম অনুযায়ী ভাতা ও অন্যান্য

সুবিধাদি পাবেন এবং এ আদেশ ১৩ আগস্ট ২০২৫ হতে কার্যকর হবে।

এর আগে কুয়েটের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল আলমকে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট হিসেবে গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর নিয়োগ দেওয়া হয়। যার মেয়াদ ছিল দুই বছর।

কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পরই তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে। সর্বশেষ গত ২৯ জুলাই তিনি জনতা ব্যাংকের কুয়েট কর্পোরেট শাখা থেকে একসঙ্গে ৩৪ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। যে টাকা তার পারিবারিক কাজে তথা জমি কিনে বাড়ি করার কাজে লাগানো হয় বলে সোমবার (১১ আগস্ট) দৈনিক কালের কণ্ঠের অনলাইনে নিউজ প্রকাশ হয়। যেটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নজরে এলে তাৎক্ষণিক এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ুন

আইসিসির পুরস্কারে রেকর্ড গড়লেন গিল

অপরদিকে, কুয়েটের আবাসিক হলের ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের নীতিমালায় দেখা যায়, হলের অর্থ ব্যাংকে লেনদেন হবে চেকের মাধ্যমে এবং সে টাকা কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে ব্যবহারের সুযোগ নেই।

তাছাড়া আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ নিরীক্ষার জন্য ৫ সদস্যের হল সমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। যার কিছুই করা হয়নি। তাছাড়া বিশেষ কারণে দুই লাখ টাকার বেশি আন্ত খাত সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন হলে উপাচার্যের লিখিত অনুমোদন লাগবে। সেটিও এ ক্ষেত্রে করা হয়নি।